# বিচারব্যবস্থার স্বাধীনতা বিপন্ন
## প্রশ্ন নিরপেক্ষতা নিয়েও

*দেশের বিচারব্যবস্থা নিয়ে সাম্প্রতিক কালে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে এই লেখাটি ধারাবাহিক ভাবে প্রকাশ করা হচ্ছে।*

*(৩)*

**আজমের শরিফ, মক্কা মসজিদ, মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলা**

২০০৬ সালের ৮ এবং ২৯ সেপ্টেম্বর মহারাষ্ট্রের মালেগাঁওতে এক মসজিদের কাছে বোমা বিস্ফোরণে ৪৯ জন মানুষ নিহত হন। ২০০৭ সালের ১৮ মে হায়দরাবাদের মক্কা মসজিদে, ওই বছরই ১১ অক্টোবর রাজস্থানের আজমের শরিফ দরগায় এবং ২০০৮ সালের ২৯ সেপ্টেম্বর গুজরাটের মোদাসাতে বোমা বিস্ফোরণে বহু মানুষ মারা যান। প্রথমে এই বিস্ফোরণের জন্য কিছু মুসলিম সংগঠনকে সরকার দায়ী করলেও পরে তদন্তে উঠে আসে এর পিছনে ছিল 'অভিনব ভারত' এবং 'সনাতন সংস্থা' নামে হিন্দুত্ববাদী সংগঠনগুলি। এই মামলাগুলির কোনওটিতেই কারও শাস্তি হয়নি। জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ) বাস্তবে কোনও ব্যবস্থা নিতে চায়নি বলেই অপরাধীরা ছাড়া পেয়ে গেছে। মক্কা মসজিদ মামলায় 'প্রমাণাভাবে' সমস্ত অভিযুক্তের বেকসুর খালাসের রায় দেওয়ার পর হায়দরাবাদের এনআইএ কোর্টের বিচারপতি রবিন্দর রেড্ডি পদত্যাগ করেছিলেন। বিচার বিভাগের সাথে যুক্ত বহু মানুষ মনে করেন, তাঁর উপর মারাত্মক চাপ সৃষ্টি করে এই রায় দেওয়ানো হয়েছিল। এই মামলা দেখভালের জন্য ৫০ জন সাক্ষী শেষ পর্যন্ত সরে দাঁড়ায়। এত গুরুত্বপূর্ণ একটি মামলায় এনআইএ বিশেষ অফিসার নিয়োগ পর্যন্ত করেনি। তুচ্ছ বিষয়ের একটা মামলার মতো দিশাহীন ভাবে ১১ বছর চলার পর এই মামলায় কিছুই প্রমাণ করা যায়নি (ডেকান ক্রনিকল, ১৭-০৪-২০১৮)।

মালেগাঁও বিস্ফোরণ মামলায় পুলিশ প্রথমে মুসলিম ছাত্র সংগঠন 'সিমি'কে জড়ালেও হেমন্ত কারকারে নামে এক দৃঢ়চেতা পুলিশ অফিসারের তৎপরতায় বিস্ফোরণে ব্যবহৃত স্কুটারের সূত্র ধরে সনাতন সংস্থার কর্মকর্তা এবং হিন্দুত্ববাদী ছাত্র সংগঠনের নেত্রী প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরকে গ্রেপ্তার করে পুলিশের অ্যান্টি টেরোরিস্ট স্কোয়াড (এটিএস)। ২৬ নভেম্বর, ২০০৮ মুম্বই হামলার কিছুক্ষণ আগে কারকারে টিভি সাক্ষাৎকারে জানান, হিন্দুত্বের নাম করে এই সন্ত্রাসবাদী কার্যকলাপের বিরুদ্ধে জাল গুটিয়ে আনা হচ্ছে, আরও কিছু প্রভাবশালী লোক এই মামলায় গ্রেপ্তার হবেন খুব শীঘ্রই। কিন্তু তিনি আর সময় পাননি। মুম্বই হামলার খবর পেয়েই তিনি কর্মক্ষেত্রে চলে যান। সেখানে বন্দুকবাজদের হামলায় তিনি ঘটনাস্থলেই প্রাণ হারান। এই মৃত্যু নিয়ে প্রশ্ন ওঠে, কারণ হেমন্ত কারকারের বুলেটপ্রুফ জ্যাকেটটি নাকি খুঁজেই পাওয়া যায়নি। প্রশ্ন ওঠে আসলের বদলে একটি নকল জ্যাকেট দিয়েই তাঁকে লড়তে পাঠানো হয়েছিল কি না? অরক্ষিত অবস্থায় তাঁকে মৃত্যুর দিকে ঠেলে দিল কারা? এই প্রশ্নটাকে কংগ্রেস-বিজেপি-শিবসেনার মতো দলগুলি চিরকালই চাপা দিতে চেয়েছে। কারণ তাদের হিন্দু ভোটব্যাঙ্ক হারানোর আশঙ্কা এর সাথে যুক্ত। ২০০৮-এর অক্টোবরে সাধ্বী প্রজ্ঞা সহ অন্যদের গ্রেপ্তারের পর থেকেই যে তাঁর উপর চাপ আসছিল কারকারে সেটা মুম্বই পুলিশের তৎকালীন কমিশনার জুলিও রিবেইরোকে জানিয়েছিলেন। কারকারে তাঁকে বলেছিলেন, মহারাষ্ট্র সরকারের এক ক্যাবিনেট মন্ত্রী এবং নানা হিন্দুত্ববাদী গোষ্ঠী তাঁকে এই মামলা দুর্বল করতে চাপ দিচ্ছে। রিবেইরো স্মৃতিচারণ করে বলেছেন, সরকারি উকিল নিজেই আদালতে দাঁড়িয়ে অভিযোগ করেছিলেন যে, মামলা নিয়ে ধীরে চলার জন্য সরকারপক্ষ থেকেই চাপ আসছে (ইকনমিক টাইমস, ২০ এপ্রিল ২০১৯)। কারকারের মৃত্যুর ফলে বিস্ফোরণ মামলাগুলি পুরোপুরি গতি হারায়। সেই সময় যিনি মালেগাঁও মামলার পাবলিক প্রসিকিউটর ছিলেন, সেই রোহিনী সালিয়ান এনডি টিভির এক সাক্ষাৎকারে সম্প্রতি জানিয়েছেন, ২০১৫ তে এনআইএ মামলা দুর্বল করার জন্য তাঁকে নানাভাবে চাপ দিতে থাকলে তিনি মামলা থেকে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি আরও বলেছেন, প্রজ্ঞা সিং ঠাকুরকে যে কোনও চাপ দিয়ে, অত্যাচার করে স্বীকারোক্তি আদায় করা হয়নি, এ বিষয়ে আদালত এবং তিনি সম্পূর্ণ নিশ্চিত (এনডি টিভি, ২১ এপ্রিল ২০১৯)। সেই প্রজ্ঞা সিংহ ঠাকুর ওরফে সাধ্বী প্রজ্ঞা বর্তমানে বিজেপির সাংসদ। তিনি ভোট প্রচারের সময় বলেছিলেন, তাঁর অভিশাপেই হেমন্ত কারকারের মৃত্যু ঘটেছে। যাঁর বিরুদ্ধে সন্ত্রাসবাদী হামলায় জড়িত থাকার এমন মারাত্মক অভিযোগ আছে সেই সাধ্বী প্রজ্ঞাকেই কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা দপ্তরের উপদেষ্টা হিসাবে নিয়োগ করেছিল মোদি সরকার।

**সমঝোতা এক্সপ্রেস মামলার রায়**

১৮ ফেব্রুয়ারি ২০০৭, লাহোরগামী সমঝোতা এক্সপ্রেসে বিস্ফোরণ ঘটায় একই হিন্দুত্ববাদী সন্ত্রাসবাদী গ্রুপ। ১০ জন ভারতীয় এবং ৪৩ জন পাকিস্তানি নাগরিক নিহত হন। এর পর অন্যতম অভিযুক্ত স্বামী অসীমানন্দ পুলিশের কাছে সমস্ত ঘটনাগুলির পুঙ্খানুপঙ্খ বিবরণ সহ স্বীকারোক্তি দেয় (দ্য হিন্দু, ২২ মার্চ ২০১৯)। এনআইএ আদালতকে জানিয়েছিল, তাদের কাছে অভিযুক্তদের বিরুদ্ধে প্রচুর প্রমাণ আছে। অথচ বিচার শেষে আদালতকে বলতে হয়েছে 'প্রচুর প্রমাণ' থাকা সত্ত্বেও এনআইএ-র অনিচ্ছাতেই এই মামলায় কিছুই প্রমাণ করা যায়নি। বিচারক তাঁর রায়ে উল্লেখ করেছেন, সাধারণ ভাবে যে কাজগুলি যে কোনও তদন্তে করার কথা, এমন একটি আন্তর্জাতিকভাবে গুরুত্বপূর্ণ তদন্তে এনআইএ সেটুকুও করেনি। তারা দিল্লি স্টেশনের সিসি টিভি ফুটেজ বা ওই দিন স্টেশনের ডরমিটরিতে কারা ছিল সেই রেকর্ডটুকুও আদালতে জমা দেয়নি (টাইমস অফ ইন্ডিয়া, ১ এপ্রিল ২০১৯)। কোনও মামলায় সঠিক ও স্বাধীন তদন্ত এবং যথাযথ বিচার প্রক্রিয়ার পরেও কোনও অভিযুক্ত ছাড়া পেয়ে যাওয়া এক ব্যাপার। আর একের পর এক মামলায় হিন্দুত্ববাদী উগ্রপন্থীদের মারাত্মক অপরাধেরও তদন্তটুকু হচ্ছে না। ক্ষমতাসীন সরকার খোলাখুলি তাদের রক্ষা করতে সচেষ্ট দেখেও আদালত চুপ করে থাকলে তা বিচার ব্যবস্থার স্বাধীনতা রক্ষার পক্ষে সহযোগী হয় কি? সর্বভারতীয় সংবাদমাধ্যমও প্রশ্ন তুলেছে কাশ্মীরে হেবিয়াস করপাস মামলাগুলি (মানুষের মৌলিক অধিকার সংক্রান্ত মামলা) শোনার ক্ষেত্রে জম্মু-কাশ্মীর হাইকোর্টের অনীহা বুঝিয়ে দেয় প্রশাসনের উপর রাজনৈতিক চাপের থেকেও তা আদালতের উপর বেশি প্রভাব ফেলছে (ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেস, ২১ সেপ্টেম্বর ২০১৯)। সুপ্রিম কোর্টেও কাশ্মীরের মানবাধিকার এবং ৩৭০ ধারা সংক্রান্ত মামলাগুলি মাসের পর মাস ধরে পড়ে আছে। যে সুপ্রিম কোর্ট রাম মন্দিরের প্রশ্নে অতিদ্রুত বিচারের নজির তৈরি করতে পারে, সেই সুপ্রিম কোর্টই কাশ্মীরের মানুষের যন্ত্রণার কথা শোনার সময় পাচ্ছে না!

**স্বজনপোষণ ও বিচারপতি নিয়োগ-ট্রান্সফার ইত্যাদিতে হস্তক্ষেপ**

সংবাদমাধ্যমেই প্রকাশিত হয়েছে কিছু ঘটনা। কংগ্রেস নেতা পি চিদম্বরমের আগাম জামিনের শুনানি সুপ্রিম কোর্টে ফয়সলা হওয়ার আগেই তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য সিবিআইয়ের অস্বাভিক তাড়াহুড়োকে যিনি সাহায্য করেছেন, সেই বিচারপতি সুনীল গাউর এই রায়ের দু'দিন পরেই অবসর নিয়েছেন। তারপরেই তাঁকে সরকার নিয়োগ করেছে আর্থিক কেলেঙ্কারি সংক্রান্ত অ্যাপেলেট ট্রাইবুনালের প্রধান হিসাবে (ইকনমিক টাইমস, ২০.০৮.১৯)। এই বিচারপতি গাউরই মুকেশ আম্বানির মালিকানাধীন রিলায়েন্স ইন্ডাস্ট্রিজের বিরুদ্ধে সরকারি গোপন ফাইল সরানোর অভিযোগে নিম্ন আদালতের তদন্ত আদেশকে বাতিল করে দিয়েছিলেন (দ্য প্রিন্ট, ২৮-০৮-১৯)।

ভারতের প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি পি সৎশিবম অবসর নেওয়ার পরেই কেরালার রাজ্যপাল নিযুক্ত হন। তিনি বিজেপি-নেতা তথা বর্তমান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর বিরুদ্ধে এফআইআর বাতিল করার রায় দিয়েছিলেন। তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে এই এফআইআর বাতিলের সাথে রাজ্যপাল পদ লাভের কোনও সংযোগ থাকার কথা অস্বীকার করেছেন। কিন্তু বিচারপতিদের 'কোড অফ কন্ডাক্ট' বলছে, বিচারের রায়ই তাঁদের হয়ে কথা বলবে। সাংবাদিক সম্মেলন করে বোঝানোর প্রয়োজন তাঁদের নেই (এনডি টিভি ২-০৯-১৪)।

আবার অন্য দিকে সুপ্রিম কোর্টের প্রবীণতম বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত কলেজিয়ামের সুপারিশ অগ্রাহ্য করে বোম্বে হাইকোর্টের বিচারক এ এ কুরেশিকে মধ্যপ্রদেশ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি করতে কেন্দ্রীয় সরকার অস্বীকার করছে। কারণ বিচারপতি কুরেশি বর্তমান কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহের মতো প্রভাবশালীকে ভুয়ো সংঘর্ষ মামলায় কিছুদিন হলেও জেল খাটানোর সাহস দেখিয়েছেন (দ্য ওয়্যার ২১-০৬-১৯)। মাদ্রাজ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি ভি কে তাহিলরামানিকে অপেক্ষাকৃত ছোট হাইকোর্টে ট্রান্সফার করার চেষ্টা কলেজিয়ামকে দিয়ে করিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার। একজন অত্যন্ত সিনিয়ার বিচারপতি হওয়া সত্ত্বেও তাঁকে এভাবে ট্রান্সফার করার প্রতিবাদে তিনি পদত্যাগ করেছেন। উল্লেখ্য, বিচারপতি তাহিলরামানি বোম্বে হাইকোর্টের বিচারপতি থাকাকালীন ২০০২-এর গুজরাট গণহত্যার সময় ঘটা বিলকিস বানো গণধর্ষণ মামলায় বিজেপির মদতপুষ্ট খুনে বাহিনীর ১১ জনের যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের ব্যবস্থা করেছিলেন (দ্য টেলিগ্রাফ, ২৮.০৯.১৯)। (চলবে)

## অমিত শাহর মিথ্যাচার

*ছয়ের পাতার পর*

এত কিছুর পরেও সংসদে দাঁড়িয়ে বিজেপি সাংসদ মীনাক্ষী লেখি সেদিন নাম ধরে ধরে দেখানোর চেষ্টা করে গেছেন যে আক্রান্ত হয়েছে সংখ্যাগুরুরাই, যার অসত্যতা সংবাদমাধ্যমেই ফাঁস হয়ে গেছে। কপিল মিশ্রের ঘৃণা-ওগরানো ভাষণের নিন্দা করা দূরে থাক, তাঁর পক্ষে দাঁড়ানোর অপচেষ্টা চালিয়ে গেছেন লেখি। আর স্বয়ং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী দিল্লি হত্যাকাণ্ডে মৃত ও আহতদের ধর্মভিত্তিক সংখ্যা উল্লেখ করতে আপত্তি জানিয়েছেন। সাধু সেজে বিস্ময় প্রকাশ করে বলেছেন, 'হিংসায় মৃত-আহতদের নিয়েও ধর্মের বিভাজন করব!' কী হাস্যকর এঁদের কৌশলী কপটতা! ধর্মের বিদ্বেষ ছড়িয়ে মানুষকে মানুষের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দিয়ে, তাদের খুন করে, সর্বস্বান্ত করে আজ তাঁরা এসেছেন ধর্মনিরপেক্ষ সাজতে! আসলে মৃতদের ধর্মভিত্তিক সংখ্যা ঘোষণা করলেই তো ধরা পড়ে যাবে তাঁদের মিথ্যাচার। কারণ, ইতিমধ্যেই সামনে এসে গেছে যে এ পর্যন্ত নিহত ৫৩ জনের মধ্যে দুই পুলিশকর্মীকে বাদ দিলে ৪০ জনই সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের মানুষ। অথচ যে উত্তর-পূর্ব দিল্লিতে ঘটেছে এই জঘন্য হত্যাকাণ্ড, সেখানে জনসংখ্যার মাত্র ২৯ শতাংশ মুসলিম।

ধর্মীয় বিদ্বেষ ছড়ানো, তাকে কেন্দ্র করে হিংস্র বর্বরতা এবং শেষে দায় মুছে ফেলতে নির্লজ্জ মিথ্যাচার— এই হল ফ্যাসিস্ট বিজেপির চরিত্রবৈশিষ্ট্য। সংসদে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী ও তাঁর দলীয় সাংসদদের বক্তব্য থেকে এ কথা আরও একবার দেশের মানুষের সামনে এল। এখনই সচেতন ও সতর্ক না হলে ভবিষ্যতে এর পুনরাবৃত্তি ঘটতে থাকবে। ফলে সময় এসেছে এই দুষ্টশক্তিকে চিনে নেওয়ার ও দেশের রাজনৈতিক-সামাজিক জীবন থেকে তাকে ছুঁড়ে ফেলে দেওয়ার।

(তথ্যসূত্র ঃ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১২, ১৩ মার্চ '২০, ইন্ডিয়া টুডে ওয়েব ডেস্ক, ২৭ ফেব্রুয়ারি, '২০)

## জনগণের টাকা আত্মসাৎ

*দুয়ের পাতার পর*

করা হয়ে থাকে। তার মানে এই নয় যে, ঋণগ্রহীতাদের ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাদের জন্য আইনগত ব্যবস্থা নেওয়া হবে। ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইবুন্যাল আছে, তারা যথাযথ ব্যবস্থা নেবে। ব্যবস্থা কী নেওয়া হয় তা দেশের মানুষ দেখতেই পাচ্ছে। বিজয় মালিয়া, নীরব মোদি, মেহুল চোক্সিরা তারই উজ্জ্বল উদাহরণ। কেমন করে সরকারের প্রত্যক্ষ মদতে বিপুল পরিমাণের ঋণ অনাদায়ী রেখে এদের একের পর এক বিরাট অঙ্কের ঋণের আবেদন মঞ্জুর হয়ে যায়, কেমন করে ঘটনা প্রকাশ্যে এসে গেলে মন্ত্রীরা তাদের পালিয়ে যাওয়ার ব্যবস্থা করে দেন, মানুষের কাছে তা-ও স্পষ্ট। আসলে সরকারি মসনদে যারা বসে আছে, তারা ভাল করেই জানে কর্পোরেট সংস্থাগুলির আশীর্বাদেই তারা ক্ষমতায় বসতে পেরেছে। অর্থ জুগিয়ে, মিডিয়ার প্রচারের ব্যবস্থা করে ভোটের বৈতরণী তারা পার করেছে। ক্ষমতায় গিয়ে তাদের স্বার্থ তো দেখতেই হবে। আজ বিজেপি যা করছে, এক সময় কংগ্রেস তাই করেছে।

দেশটা যে ধনী-দরিদ্রে, শোষক-শোষিতে বিভক্ত, রাষ্ট্রটা যে একটা পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং এর লক্ষ্য যে পুঁজিপতি শ্রেণিরই স্বার্থ রক্ষা করা, রাজনৈতিক দল মানেই যে কোনও না কোনও শ্রেণির দল, সরকার মানে যে আসলে পুঁজিপতি শ্রেণির পলিটিক্যাল ম্যানেজার, তাদের কাজ সরকারে বসে পুঁজিপতিদের স্বার্থ দেখা— এই কথাগুলো এমনিতে অনেকে মানতে চান না। দেশের একচেটিয়া পুঁজির মালিকদের এভাবে লক্ষ লক্ষ কোটি টাকার ঋণ মকুব করে দেওয়ার ঘটনা তাদের এই কঠোর সত্যিগুলো সহজে ধরতে সাহায্য করবে।

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2019-21



# জয়নগরে মিথ্যা অভিযোগে যুবকর্মীকে গ্রেপ্তার করে লকআপে অত্যাচার

## থানায় গণবিক্ষোভ

২১ ফেব্রুয়ারি রাজাপুর-করাবেগ অঞ্চলে এসইউসিআই (সি) দলের যুবকর্মী গোপাল মালিকে মিথ্যা অভিযোগে পুলিশ গ্রেপ্তার করে ১৪ দিন থানায় আটক করে নৃশংস অত্যাচার করে। প্রায় ২০ দিন আগে তার বাড়ি থেকে ৫০০ মিটার দূরে এক অপরিচিত ব্যক্তির মৃতদেহ পাওয়া যায়, যাকে এলাকার লোক চেনে না, পুলিশও শনাক্ত করতে পারেনি। একজন বিরোধী পঞ্চায়েত সদস্যের লিখিত বয়ান যাতে কোনও ব্যক্তির নামে সুনির্দিষ্ট অভিযোগ নেই তাকে ভিত্তি করে পুলিশ কমরেড গোপাল মালিকে গ্রেপ্তার করে। তার বিরুদ্ধে কোনও অভিযোগ না থাকা সত্ত্বেও পুলিশ তাঁর বিরুদ্ধে খুনের মামলা দেয়। লকআপে দিনের পর দিন অত্যাচার চালানো হয়। আই সি নিজে এবং থানার আর একজন অফিসার এই অত্যাচার চালায়। স্বীকারোক্তি আদায়ের জন্য বন্দিকে অত্যাচারের কোনও অধিকার পুলিশের নেই এবং তা বেআইনি হলেও পুলিশ তা করে।

কমরেড গোপাল মালি দলের একজন নিষ্ঠাবান কর্মী ও ডিওয়াইও-র জেলা সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য। এলাকার রাস্তাঘাটের উন্নয়ন, দুর্নীতির প্রতিবাদ, মদ-জুয়া-সাট্টা ও নারী নির্যাতনের বিরুদ্ধে আন্দোলনের প্রথম সারিতে থাকেন তিনি। এর ফলে শাসক দলগুলির ও কায়েমি স্বার্থের কাছে তিনি চক্ষুশূল। তাই তারা পুলিশকে দিয়ে তাঁর উপর এই নগ্ন আক্রমণ নামিয়ে এনেছে এবং সুবিধা ও প্রমোশনলোভী পুলিশও শাসক দলগুলির চাটুকার বৃত্তি করতে গিয়ে এই চক্রান্তে সামিল হয়েছে। ৮ মার্চ দলের জেলা দপ্তরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে সরাসরি এই অভিযোগ করেন কমরেড তরুণ নস্কর, অজয় সাহা প্রমুখ জেলা নেতৃবৃন্দ। এই পক্ষপাতমূলক আচরণের বিষয়টি এসইউসিআই (সি) ইতিমধ্যে রাজ্যপাল ও মুখ্যমন্ত্রীকে লিখিতভাবে এবং ঊর্ধ্বতন পুলিশ আধিকারিককে জানানো সত্ত্বেও তারা কোনও ব্যবস্থা নেয়নি। ৭ মার্চ মানবাধিকার সংগঠন সিপিডিআরএস আইসি-র এই বেআইনি কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাতে থানায় ডেপুটেশন দেয়। ১০ মার্চ বেলা ১টায় জয়নগর থানায় দলের নেতৃত্বে গণবিক্ষোভ হয় (ছবি)।

# এনআরসি বিরোধী নাগরিক কনভেনশন

১৪ মার্চ হাওড়ার বালি বিদ্যাভবন স্কুলে এনআরসি-সিএএ ও এনপিআর বিরোধী নাগরিক কনভেনশন অনুষ্ঠিতহয়। সভাপতিত্ব করেন বিশিষ্ট নাট্যকর্মী অরুণাভ ব্যানার্জী। শুরুতেই এনআরসি বিরোধী স্বরচিত কবিতা পাঠ করেন অভিজিৎ মুখার্জী। এরপর এনআরসি বিরোধী আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতিতে নীরবতা পালন করা হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটির সদস্য অধ্যাপক মহম্মদ শাহনওয়াজ এবং উত্তম চ্যাটার্জী, মহেশ জয়সোয়াল, রাজেন্দ্র যাদব, বিজয় শংকর অগ্রহরি প্রমুখ। অরুণাভ ব্যানার্জীকে সভাপতি এবং উত্তম চ্যাটার্জী ও খেয়া ঘোষকে যুগ্ম সম্পাদক করে বালি এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি গঠিত হয়।

# ৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস পালিত

*জামশেদপুর, ঝাড়খণ্ড।*

*মেখলিগঞ্জ, কোচবিহার*

# বিশ্ব সাম্যবাদী আন্দোলনের মহান নেতা

## কার্ল মার্কস স্মরণ

*১৪ মার্চ কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় অফিসে মহান মার্কসের প্রতিকৃতিতে মাল্যদান করে শ্রদ্ধা জানান পলিটবুরো সদস্য কমরেড সৌমেন বসু। উপস্থিত ছিলেন কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতৃবৃন্দ*

# করোনা বিপদ, কিন্তু আন্দোলন চলবে

## জানাল শাহিনবাগ-পার্কসার্কাস

করোনা ভাইরাসের আতঙ্কে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়, সিনেমা হল, খেলা ইত্যাদি সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে সরকারিভাবে। এই অবস্থায় কী হবে সিএএ-এনপিআর-এনআরসি বিরোধী গণঅবস্থানগুলির? কী ভাবছে দিল্লির শাহিনবাগ, কলকাতার পার্ক সার্কাস-জাকারিয়া-বেলগাছিয়া সহ নদিয়ার পলাশীর লাগাতার ধর্নার আন্দোলনকারীরা? শাহিনবাগের আন্দোলন তিন মাসের বেশি সময় ধরে চলছে। দিল্লির গণহত্যার অভিঘাত সত্ত্বেও সেই আন্দোলনের মশাল প্রজ্জ্বলিত। প্রতিবাদী মানুষদের সাফ কথা 'সংশোধিত নাগরিকত্ব আইন প্রত্যাহার না করা পর্যন্ত জমায়েত চলবে।' শাহিনবাগের আন্দোলনকারীদের স্পষ্ট বক্তব্য, 'সিনেমা হল বা আইপিএল বন্ধ করেছে সরকার। এগুলো বিনোদনের বিষয়। কিন্তু আমাদের আন্দোলন প্রাণের তাগিদে। দুটোর কোনও তুলনা হতে পারে না।' (এই সময়-১৫।৩।২০২০)।

পার্ক সার্কাসও অনড়। দু'মাসেরও বেশি সময় ধরে চলছে এই ধর্না। প্রতিদিন শতশত লোক জমায়েতে আসছেন। ভাইরাস সংক্রমণ সম্পর্কে সতর্ক থাকা সত্ত্বেও তারা অনাগরিক বানিয়ে দেওয়ার ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে এই আন্দোলন চালিয়ে যাচ্ছেন। আন্দোলনকারীদের অনেকেই মাস্ক পরছেন। আন্দোলনকারীদের পক্ষ থেকে সংবাদমাধ্যমকে জানানো হয়, "আমরা এখানে অবস্থানকারীদের সবরকম ভাবে সচেতন করছি। করোনা আটকাতে কী করণীয়, দু'ঘণ্টা পরপর মাইকে তা ঘোষণা করছি।"(এই সময়-১৫।৩।২০২০) জাকারিয়া স্ট্রিটের অবস্থানকারী জানালেন, করোনা ভাইরাস বিপজ্জনক, কিন্তু এনআরসি কম বিপজ্জনক নয়। যতদিন না তা সরকারিভাবে প্রত্যাহৃত হচ্ছে অবস্থান আন্দোলন চলবে। পলাশীও বলছে আন্দোলন চলবে। এ দিকে সারা বাংলা এনআরসি বিরোধী নাগরিক কমিটি ১ এপ্রিল এনপিআরের বিরুদ্ধে রাজ্যের সর্বত্র বিক্ষোভের ডাক দিয়েছে।

# নারী দিবসে শিলচরে বিশাল মিছিল

৮ মার্চ আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষে আসামের শিলচরে বিশাল মিছিল করে অল ইণ্ডিয়া মহিলা সাংস্কৃতিক সংগঠনের কাছাড় জেলা কমিটি। রেখা ভট্টাচার্যের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় বক্তব্য রাখেন সংগঠনের আসাম রাজ্য কমিটির সহ-সভানেত্রী কমরেড দুলালী গাঙ্গুলী, শিলচর সরকারি বালিকা বিদ্যালয়ের অবসরপ্রাপ্ত শিক্ষিকা গৌরী দত্ত বিশ্বাস, কাছাড় কলেজের অধ্যাপিকা স্মৃতি পাল।

মানিক মুখার্জী কর্তৃক এসইউসিআই(সি) পঃ বঃ রাজ্য কমিটির পক্ষে ৪৮ লেনিন সরণি, কলকাতা-১৩ হইতে প্রকাশিত ও গণদাবী প্রিন্টার্স অ্যান্ড পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ, ৫২বি ইন্ডিয়ান মিরর স্ট্রিট, কলকাতা-১৩ হইতে মুদ্রিত।
সম্পাদক মানিক মুখার্জী। ফোন ঃ সম্পাদকীয় দপ্তর ঃ ২২৬৫০২৭৬ ম্যানেজারের দপ্তর ঃ ২২৬৫৩২৩৪ ফ্যাক্স ঃ (০৩৩) ২২৬৫০২৭৬, e-mail : ganadabi@gmail.com Website : www.ganadabi.com